দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

C12

দৈনিক বাংলা
ঢাকা : সোমবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৯৩ : ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

এশীয় কবিতা উৎসব

ধ্বনির বিন্যাসে বিধৃত অনুভূতির যে বিশেষ প্রকাশ কবিতা নামে চিহ্নিত মনীষীদের দৃষ্টিতে তাই আত্মার প্রতিকৃতি। আবেগ ও চেতনার যে নির্যাস কবিতাকে প্রাণবন্ত করে তোলে তাতে কৃত্রিমতার কোনো ঠাঁই নেই। কবিতা সুন্দর—কবিতার লক্ষ্যও সুন্দর। সৌন্দর্য আর কল্যাণ চূড়ান্ত বিবেচনায় অভিন্ন। কবিতার সত্য আত্মার অমলিন প্রকাশে অন্তরঙ্গ। আর্ত হৃদয় তাই যুগে যুগে শান্তি ও পরিতৃপ্তি কামনায় কবিতার দ্বারস্থ। কবিতা প্রশান্তি বিতরণ করে—কবিতা চলার পথে আলো ছড়ায়। কবিতা তাই শান্তি ও সমঝোতার হাতিয়ার। এশীয় কবিতা উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাই যথার্থই কবিদের শান্তি ও প্রগতির অগ্রদূত বলে ভূষিত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের এ ভাষণে বিধ্বংসী শক্তির প্রতিযোগিতায় মত্ত বিশ্বে সন্ত্রাস তাড়িত সাধারণ মানুষের আকুল প্রত্যাশা পূরণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে শান্তি ও সৌন্দর্যের একনিষ্ঠ সাধক কবিদের উপর। এই উপলব্ধির ওপর নির্ভর করছে এশীয় কবিতা উৎসব কিংবা অনুরূপ সকল আন্তর্জাতিক সমাবেশের সকল আয়োজনের সার্থকতা। বস্তুত, বিজ্ঞান আজ পৃথিবীর পরিসর সীমায় নিয়ে এসেছে। অনুভূতির সঞ্চরণ সহজসাধ্য। বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র অংশে উচ্চারিত কল্যাণের ডাক বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠকে লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ারে পরিণত করা সম্ভব আর অনুরূপ দায়িত্ব পালনে কবিতাই নিতে পারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা। কেননা কবিতা আত্মারই প্রতিচ্ছবি—কবিতার মাধ্যমে যে সৌহার্দ্যের আর সহমর্মিতার জন্ম হয় তা সর্বাংশে কলুষমুক্ত, সৌন্দর্যে আন্তরিকতায় অমেয় শক্তিধর। তাই কবিতাই পারে ঘৃণা মৃত্যুর প্রবল হুমকি রুখে দাঁড়াতে, পারে শান্তি ও কল্যাণের সেই স্বপ্ননীড়কে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা দিতে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের আহ্বানে সেই প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই প্রথম এশীয় কবিতা উৎসব এদিক থেকে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করলো। দেশে দেশে বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য সাধনার প্রয়াসকে সম্মিলিত ধারায় ভাগ্য নির্ধারিত লক্ষ্যে প্রবাহিত করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এ উৎসব অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একই সঙ্গে এগারোটি দেশের তেইশজন খ্যাতিমান কবির সঙ্গে স্থাপিত নতুন যোগাযোগ বাংলাদেশের কবিতায় নতুন মাত্রা সংযোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। আমরা আশা করবো এশীয় কবিদের এই নতুন সংহতি আগামী দিনগুলোতে আরও পল্লবিত হয়ে উঠবে। সফল হবে শান্তি ও সমঝোতার স্বপ্ন।